তারিখ ..15 JAN 2016...
7... কলাম... 2......

স্কুলগুলোর কী হবে

■ পঙ্কজ দে, *সুনামগঞ্জ*

স্কুলগুলোর এখন কী হবে? শিক্ষকদের সম্মানী কে দেবে? কেউ জানে না। তবুও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে স্কুলগুলো। শিক্ষকদের কেবল যাতায়াত ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ভাতার টাকাও আবার সংগ্রহ করা হচ্ছে কোমলমতি শিশুদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদা এবং গ্রামের বিত্তবানদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে। এমন করুণ অবস্থায় পড়েছে সুনামগঞ্জের আট উপজেলার ১১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পরিচালনা কমিটি। তিন বছর আগেও বেসরকারি সংস্থা ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি) এই বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করত। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, দিরাই, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলায় এমন ১১২টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২০১৩ সালে হঠাৎ করেই এসব বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দেয় তারা। এখন এই বিদ্যালয়গুলো কীভাবে চলবে কেউ জানে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা হতাশায় পড়েছেন। দক্ষিণ সুনামগঞ্জের গণিপাড়া এফআইভিডিবি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দোলন রানী তালুকদার বলেন, 'চরম বেকায়দায় পড়েছি। চাকরি যখন নিয়েছিলাম, সংস্থার পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাকরি করা যাবে এমন আশ্বাস পেয়েছিলাম। হঠাৎ করেই বিদ্যালয়গুলো এফআইভিডিবি ছেড়ে দেওয়ায় না পারছি স্কুল ছাড়তে, না পারছি থাকতে। অন্য বিদ্যালয়গুলো যেভাবে পাঠদান করে, ঠিক একইভাবে পাঠদান করতে হচ্ছে। অথচ মাস শেষে কেবল যাতায়াত ভাতা পাই। এভাবে কতদিন চলতে পারব জানি না।'

সুনামগঞ্জ

এফআইভিডিবির প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির সুনামগঞ্জের সাবেক সমন্বয়ক আজিম উদ্দিন বলেন, 'বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করার ইচ্ছা থেকেই কাজ শুরু করে এফআইভিডিবি। ২০১৩ সাল পর্যন্ত নানা দাতা সংস্থার কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে স্কুলগুলো চালানো হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হযরত আলী বলেন, 'আগে থেকেই বই পাওয়ায় এবং সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করায় এখনও বিদ্যালয়গুলো এসব সুবিধা পাচ্ছে। তবে ২০১৩ সালের পর নতুন কোনো স্কুল সরকারিকরণ বা রেজিস্ট্রেশন প্রদান বন্ধ থাকায় বিদ্যালয়গুলো সমস্যায় পড়েছে। এখনও বিদ্যালয়বিহীন কোনো গ্রামে এসব স্কুল থেকে থাকলে সরকারকে নির্ধারিত পরিমাণ জমি দিলে কেবল স্কুল সরকারিকরণের সুযোগ রয়েছে। তিনি জানান, এই বিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ভাবতে হবে।